মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর

Web: www.dinajpureducationboard.gov.bd, email : dinajpureducationboard@gmail.com

স্মারক নং- মাউশিবোদি/কলেজ/নিবন্ধন/২০২২/৪৫৭(২) তারিখ : ০৭/১২/২০২২ খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নীতিমালা- ২০২২।

এতদ্বারা অত্র শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজসমূহে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৭ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৪.০০১.২০১৬-২৬৭ শিক্ষা নং স্মারকে জারিকৃত একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নীতিমালা-২০২২ অনুসরণ পূর্বক ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

সংযুক্তি : ২০২২-২০২৩ শিক্ষার্বষে একাদশ শ্রেনীতে ভর্তির নীতিমালা-২০২২

07.12.2022

(প্রফেসর মো: ফারাজ উদ্দিন তালুকদার)
কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,
দিনাজপুর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি কলেজ-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা-২০২২

১.০ সংজ্ঞা : এই নীতিমালায়

১.১ 'বোর্ড' বলতে সরকার কর্তৃক আইন দ্বারা স্বীকৃত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বুঝাবে;

১.২ কলেজ/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে দেশের কোন বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের স্তরে পাঠদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

১.৩ 'নির্ধারিত ফরম' বলতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত অনলাইন আবেদন ফরম বুঝাবে;

১.৪ 'শিক্ষার্থী'/'প্রার্থী' বলতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বুঝাবে।

২.০ ভর্তির যোগ্যতা ও গ্রুপ নির্বাচন:

২.১ ২০২০,২০২১,২০২২ সালে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এস.এস.সি. বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে নীতিমালার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। এছাড়া উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণসহ অন্যান্য বছরের শিক্ষার্থীরাও ভর্তির জন্য বোর্ডে ম্যানুয়ালি আবেদন করতে পারবে।

২.২ বিদেশি কোন বোর্ড বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তার সনদের মান নির্ধারণের পর দফা (২.১) এর অধীনে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.৩ ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ গ্রুপ নির্বাচন করতে পারবে:

২.৩.১ বিজ্ঞান গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর যে কোন একটি ;

২.৩.২ মানবিক গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর যে কোন একটি এবং

২.৩.৩ ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক গ্রুপ এর যে কোন একটি;

২.৩.৪ যে কোন গ্রুপ (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও সংগীত গ্রুপ এর যে কোন একটি;

২.৩.৫ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে বিজ্ঞান গ্রুপ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর যে কোন একটি এবং সাধারণ গ্রুপ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর যে কোন একটি।

৩.০ প্রার্থী নির্বাচনে অনুসরণীয় পদ্ধতি:

৩.১ ভর্তির জন্য কোন বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবল শিক্ষার্থীর এস.এস.সি. বা সমমান পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

৩.২ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ৯৩% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যা মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের ক্ষেত্রে মহানগর, বিভাগীয় ও জেলা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য নূন্যতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ২% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। যদি আবেদনকারী সংখ্যা বেশি হয় সেক্ষেত্রে তাদের নিজেদের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক দপ্তর প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজস্ব দপ্তরের প্রধান হলে সেক্ষেত্রে তাঁর একধাপ উপরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী যে মহানগর/বিভাগ/জেলায় কর্মরত থাকবেন তার সন্তান সে মহানগর/বিভাগ/জেলায় ভর্তির জন্য বিবেচিত হবেন। মোট আসনের ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। উপর্যুক্ত কোটায় যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে এ আসন কার্যকরী থাকবে না। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে। যে সকল শিক্ষার্থী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হিসেবে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কেবল তারাই সংশ্লিষ্ট বোর্ডে ম্যানুয়ালি ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। প্রবাসীদের সন্তান/বি.কে.এস.পি থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী/খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বোর্ডে ম্যানুয়ালি আবেদন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে বোর্ড উপযুক্ত প্রমাণপত্র যাচাই বাছাই পূর্বক শিক্ষার্থীকে (প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম জি পি এ এক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য হবে) ভর্তির ব্যবস্থা নিবে।

৩.৩ ৩.৩.১ সমান জিপিএ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর ক্ষেত্রে গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন সালের গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করতে হবে।

৩.৩.২ বিজ্ঞান গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিত/জীববিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৩.৩ দফা ৩.৩.২ এর বিধান সত্ত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়নে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৩.৪ মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৩.৫ এক গ্রুপের প্রার্থী অন্য গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে জি.পি.এ একই হলে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই কল্পে উদ্ভুত জটিলতা নিরসন না হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৪ এ নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন স্কুল এন্ড কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত যোগ্যতা সাপেক্ষে স্ব স্ব বিভাগে (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব বিভাগে ভর্তি নিশ্চিত করেই কেবল অবশিষ্ট শূন্য আসনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ৩.০ এর উপবিধান (৩.২) ও (৩.৩) অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যাবে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সকল ভর্তিই অনলাইনে হবে।

৩.৫ কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারবে।

৩.৬ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানকে তাদের ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।

৩.৭ সকল কলেজ/উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রণালয় তথা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ভর্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা ও সময় অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি করবে। কোন প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয় ও বোর্ড নির্ধারিত তারিখের বাইরে নিজ ইচ্ছামাফিক ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।

৪.০ অনলাইনে ভর্তি:

৪.১ শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদনের জন্য ওয়েবসাইট এর ঠিকানা: www.xiclassadmission.gov.bd

৪.২ শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা আবেদন ফি জমা সাপেক্ষে সর্বনিম্ন ৫(পাঁচ)টি এবং সর্বোচ্চ ১০(দশ) টি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের জন্য পছন্দক্রমের ভিত্তিতে আবেদন করতে পারবে। একজন শিক্ষার্থী যতগুলো কলেজে আবেদন করবে তার মধ্য থেকে শিক্ষার্থীর মেধা, কোটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও পছন্দক্রমের ভিত্তিতে একটি মাত্র কলেজে তার অবস্থান নির্ধারণ করা হবে;

৫.০ বিজ্ঞপ্তি, ভর্তি ও ফি:

৫.১ অনুচ্ছেদ ৮.২ অনুসরণপূর্বক কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আসন সংখ্যা (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ, শিফ্‌ট, পুরুষ/মহিলা/সহশিক্ষা, ভার্সন) এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি ফিসহ অনুমোদিত অন্যান্য সকল ফি, ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা ইত্যাদি তথ্য ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ড এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

৫.২ বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতীত নির্ধারিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। বোর্ডসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে অবস্থিত কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে এই বিধানের ব্যত্যয় রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৩ অনলাইনে বোর্ড থেকে প্রাপ্ত ভর্তিযোগ্য প্রার্থীদের মেধাক্রম তালিকা কলেজের নোটিশ বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করবে;

৫.৪ ভর্তির সময় প্রার্থীকে মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র দাখিল করতে হবে;

৫.৫ ৫.৫.১ এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে সেশন চার্জ ও ভর্তি ফি গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য এমপিওভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনক্রমেই উন্নয়ন ফি গ্রহণ করতে পারবে না।

ঢাকা মেট্রোপলিটন		মেট্রোপলিটন (ঢাকা ব্যতীত)		জেলা		উপজেলা/মফস্বল	
বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন
৫,০০০/-	৫,০০০/-	৩,০০০/-	৩,০০০/-	২,০০০/-	২,০০০/-	১,৫০০/-	১,৫০০/-

৫.৫.২ নন এম.পি.ও./ আংশিক এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ফি, সেশন চার্জ ও ভর্তি ফি নিম্নোক্তভাবে গ্রহণ করতে হবে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন		মেট্রোপলিটন (ঢাকা ব্যতীত)		জেলা		উপজেলা/মফস্বল	
বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন
৭,৫০০/-	৮,৫০০/-	৫,০০০/-	৬,০০০/-	৩,০০০/-	৪,০০০/-	২,৫০০/-	৩,০০০/-

৫.৫.৩ সরকারি কলেজসমূহ সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ফি সংগ্রহ করবে।

৫.৫.৪ দরিদ্র, মেধাবী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লিখিত ফি যতদূর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৬ ভর্তি প্রক্রিয়ার পূর্বেই বেসরকারি কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি ফিসহ মাসিক বেতন এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচ এর লিস্ট স্ব স্ব কলেজের নোটিশ বোর্ডে এবং ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে;

৫.৭ কোন শিক্ষার্থীর নিকট হতে অনুমোদিত ফি-এর অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না এবং অনুমোদিত সকল ফি যথাযথ রশিদ প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

৫.৮ শিক্ষা বোর্ড শিক্ষার্থীর নিকট হতে ভর্তির প্রাথমিক নিশ্চায়ন করার সময় শিক্ষার্থী প্রতি নিম্নোক্ত ফি গ্রহণ করবে:

ক্রমিক	বিবরণ	পরিমাণ
১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	১৩৫/-
২.	ক্রীড়া ফি	৫০/-
৩.	রোভার /রেঞ্জার ফি	১৫/-
৪.	রেড ক্রিসেন্ট ফি (৪০/-টাকার ৪০% = ১৬/-টাকা)	১৬/-
৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি	৭/-
৬.	বি.এন.সি.সি. ফি	৫/-
৭.	শিক্ষক কল্যাণ তহবিল ও অবসর সুবিধা ভাতা ফি	১০০/-
সর্বমোট		৩২৮ /- টাকা

৫.৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি শিক্ষার্থীর নিকট থেকে রেড ক্রিসেন্ট ফি বাবদ (৪০/- টাকার ৬০%) ২৪/- টাকা গ্রহণ করবে;

৫.১০ প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক ক্রীড়া মঞ্জুরি ফি বাবদ ৩০০/- (তিনশত) টাকা বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে;

৫.১১ ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর বোর্ডের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা বোর্ডের অনুমতি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ফি প্রদান করে কলেজ, গ্রুপ ও বিষয় পরিবর্তন করতে পারবে। তবে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ থেকে বিজ্ঞান গ্রুপে গ্রুপ পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। **বিজ্ঞান গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী অন্য গ্রুপে ভর্তি হওয়ার পর পরবর্তীতে বিজ্ঞান গ্রুপে প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ নেই।**

৫.১২ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে এস.এস.সি. বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন শিক্ষার্থীর মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট উক্ত শিক্ষার্থী বা তার অভিভাবক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করতে পারবে না বা অন্য কোন অজুহাতে কোন শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট আটক রাখতে পারবে না।

৫.১৩ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা জমাদানের সময় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত উল্লিখিত ফি এর বিবরণীর সাথে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খাতওয়ারি গৃহীত অন্যান্য ফি'র বিবরণী আলাদাভাবে জমা দিতে হবে।

৬.০ ভর্তির আবেদন, ফল প্রকাশ, ভর্তি ও ক্লাস শুরু:

ক্রমিক	বিষয়	তারিখ
৬.১	ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ (যারা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদন করবে, আবেদনের যোগ্য হলে তাদেরও এই সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে)	০৮/১২/২০২২ (বৃহস্পতিবার) থেকে ১৫/১২/২০২২ (বৃহস্পতিবার)
১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস ও কল সেন্টার বন্ধ থাকবে।		
৬.২	আবেদন যাচাই, বাছাই ও আপত্তি নিস্পত্তি	১৮/১২/২০২২ (রবিবার) থেকে ২২/১২/২০২২ (বৃহস্পতিবার)
২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস ও কল সেন্টার বন্ধ থাকবে।		
৬.৩	শুধুমাত্র পুনঃনিরীক্ষণে ফলাফল পরিবর্তিত শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ	২৬/১২/২০২২ (সোমবার)
৬.৪	পছন্দক্রম পরিবর্তনের সময়	২৬/১২/২০২২ (সোমবার)
৬.৫	১ম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ	৩১/১২/২০২২ (শনিবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.৬	শিক্ষার্থীর নির্বাচন নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ১ম পর্যায়ের নির্বাচন এবং আবেদন বাতিল হবে এবং তাকে পুনরায় ফিসহ আবেদন করতে হবে)	০১/০১/২০২৩ (রবিবার) থেকে ০৮/০১/২০২৩ (রবিবার)
৬.৭	২য় পর্যায়ে আবেদন গ্রহণ	০৯/০১/২০২৩ (সোমবার) থেকে ১০/০১/২০২৩ (মঙ্গলবার রাত ৮:০০পর্যন্ত)
৬.৮	পছন্দক্রম অনুযায়ী ১ম মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ	১২/০১/২০২৩ (বৃহস্পতিবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.৯	২য় পর্যায়ের আবেদনের ফল প্রকাশ	১২/০১/২০২৩ (বৃহস্পতিবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.১০	২য় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর নির্বাচন নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ২য় পর্যায়ের নির্বাচন এবং আবেদন বাতিল হবে এবং তাকে পুনরায় ফিসহ আবেদন করতে হবে)	১৩/০১/২০২৩ (শুক্রবার) থেকে ১৪/০১/২০২৩ (শনিবার রাত ৮:০০ পর্যন্ত)
৬.১১	৩য় পর্যায়ে আবেদন গ্রহণ	১৬/০১/২০২৩ (সোমবার)
৬.১২	পছন্দক্রম অনুযায়ী ২য় মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ	১৮/০১/২০২৩ (বুধবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.১৩	৩য় পর্যায়ের আবেদনের ফল প্রকাশ	১৮/০১/২০২৩ (বুধবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.১৪	৩য় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর নির্বাচন নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ৩য় পর্যায়ের নির্বাচন এবং আবেদন বাতিল হবে)	১৯/০১/২০২৩ (বৃহস্পতিবার) থেকে ২০/০১/২০২৩ (শুক্রবার)
৬.১৫	ভর্তি	২২/০১/২০২৩ (রবিবার) থেকে ২৬/০১/২০২৩ (বৃহস্পতিবার)
৬.১৬	ক্লাস শুরু	১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ (বুধবার)

**** উল্লেখ্য অনলাইন ব্যতীত ম্যানুয়ালি কোন ভর্তি কার্যক্রম করা হবে না।

৭.০ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন:

৭.১ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করা যাবে না। কিংবা বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ছাড়পত্রের বরাতে ভর্তি করা যাবে না। ছাড়পত্রের (টিসি) মাধ্যমে ভর্তির ক্ষেত্রে কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফিসহ প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে জমা দিতে হবে।

৮.০ অনুমতি বা স্বীকৃতিবিহীন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিষিদ্ধ:

৮.১ স্থাপনের অনুমতি আছে কিন্তু পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতি নেই এরূপ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করতে পারবে না।

৮.২ পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে অননুমোদিত ক্যাম্পাস এবং অননুমোদিত কোন বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

৯.০ নীতিমালার প্রবর্তন ও প্রয়োগ:

৯.১ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে;

৯.২ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এই নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ কলেজটির এম.পি.ও.ভুক্তি বাতিল করা হবে এবং সরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

০৭/১২/২২

(মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক)
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৪.০০১.২০১৬-২৬৭

তারিখ: ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ৭ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

<u>সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)</u>

১। বিভাগীয় কমিশনার, (সকল বিভাগ)
২। অতিরিক্ত সচিব (কলেজ), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৪। মহা-পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/দিনাজপুর/যশোর/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/ময়মনসিংহ।
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭। যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। পরিচালক, ব্যানবেইস, পলাশী, নীলক্ষেত, ঢাকা।
৯। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
১৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।
১৪। পি.ও টু অতিরিক্ত সচিব (কলেজ)/যুগ্ম-সচিব (কলেজ), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। পি, এস.টু চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

৭/১২/২০২২

(কাজি মো: আবদুর রহমান)
উপসচিব
☏ ০২৫৫১০০৪৬৭